গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টিও-০১ অধিশাখা)
(www.mincom.gov.bd)

নং-২৬.০০.০০০০.১৫৬.৩২.০০২.১৭.৪৯৯

তারিখ : ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ২৫ নভেম্বর ২০১৮

প্রেরক : মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
অতিরিক্ত সচিব

প্রাপক : Chairman
Bangladesh Institute of Arbitration
৩২/৬, পূর্ব নয়াটোলা
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিষয় : কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার অধীনে 'Bangladesh Institute of Arbitration' এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানাচ্ছি যে, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর ২৮ ধারার বিধানমতে সরকার কর্তৃক 'Bangladesh Institute of Arbitration' নামে ২৫-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২০/২০১৮ নম্বর লাইসেন্স মঞ্জুর করা হল। এক্ষণে এ সংগঠনটিকে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার অধীন যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০২। লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী ছাড়াও নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হলো:

(ক) সংগঠনটি সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সরকারের নির্দেশ মোতাবেক যে কোন সময় সংশোধন করতে বাধ্য থাকবে;

(খ) সংঘবিধির নির্দিষ্ট স্থানে সংঘস্মারকে উল্লিখিত উদ্যোক্তাগণ যেভাবে সংঘস্মারকে স্বাক্ষর করেছেন সেভাবে স্বাক্ষর করবেন ;

(গ) সংঘস্মারক ও সংঘবিধির মধ্যে কোন অসংগতি বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে এটি নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিকট উপস্থাপনের সময় সংশোধন করতে হবে ;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংগঠনটির উদ্যোক্তাগণকে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিকরণ করতে হবে;

(ঙ) যে যে ক্ষেত্রে সংগঠনটি কার্যক্রম পরিচালনা করবে সে সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(চ) বৈদেশিক সাহায্য, দান, অনুদান প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান প্রতিপালন করে সংগঠন পরিচালিত হবে;

(ছ) উপরোক্ত শর্তাবলীর যে কোন একটি পূরণ করা না হলে বিনা নোটিশে লাইসেন্স বাতিলযোগ্য হবে।

০৩। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিকৃত হবার পর দু'টি ছাপানো সংঘস্মারকও সংঘবিধির কপি উক্ত অফিস কর্তৃক সত্যায়িত করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দিতে হবে। অনুমোদিত সংঘস্মারক ও সংঘবিধির একটি কপি এতদ্সংগে সংযুক্ত করা হল। নিবন্ধিকরণ প্রত্যয়নপত্রের দু'টি ফটোকপি অত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য এতদ্বারা নির্দেশ দেয়া হলো।

০৪। যে সকল শর্ত এবং বিধি বিধান সরকার সময় সময় উপযুক্ত মনে করে আরোপ করবেন বা নির্ধারণ করে দেবেন সেগুলো এ সংগঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় হবে। এ ব্যাপারে সরকার কোন নির্দেশ দান করলে সংগঠনটিকে এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে অথবা এর যে কোন একটিতে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

০৫। এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত করছি যে, উল্লিখিত এবং সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে বর্ণিত শর্তাবলীর কোনরূপ ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন করা হলে এ সংগঠনকে প্রদত্ত লাইসেন্স বা নিবন্ধিকরণের কোন কার্যকারিতা থাকবে না এবং আইনের দৃষ্টিতে এটি অচল বলে গণ্য হবে।

০৬। এ লাইসেন্স গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকার জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করা হল।

মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
অতিরিক্ত সচিব

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে:-

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টিও-০১ অধিশাখা)
(www.mincom.gov.bd)

লাইসেন্স নং- ২০/২০১৮

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ২৫ নভেম্বর ২০১৮

বিষয় : কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার ক্ষমতাবলে প্রদত্ত লাইসেন্স

যেহেতু সরকারের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, 'Bangladesh Institute of Arbitration' বাংলাদেশে অভিযোজিত আকারে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইনে) এর অধীনে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হতে ইচ্ছুক এবং উক্ত সংগঠন উক্ত আইনের ২৮ ধারার অভিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনকল্পে গঠিত হয়েছে এবং এর অভিপ্রায় হচ্ছে যে, এর আয় ও সম্পদ কেবলমাত্র এর সংঘস্মারকের বিধৃত উদ্দেশ্য অর্জনকল্পেই ব্যবহৃত হবে এবং এর কোন অংশ লভ্যাংশ বা বোনাস কিংবা অন্য কোন কিছু আকারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত সংগঠনের কোন বর্তমান বা সাবেক সদস্যকে কিংবা তাঁর মাধ্যমে দাবীদার কোন ব্যক্তিকে প্রদান বা হস্তান্তর করা হবে না। (উল্লেখ্য যে, উক্ত সংঘস্মারকে বিধৃত কোন কিছু উক্ত সংগঠনের কোন কর্মচারী বা সদস্য কিংবা কোন ব্যক্তি সংগঠনের নিমিত্তে যে বাস্তব সেবা করেছেন উহার পারিশ্রমিক স্বরূপ সরল বিশ্বাসে অর্থ প্রদান, কিংবা সংগঠনের কোন সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত বা তাঁর নিকট হইতে গৃহীত ঋণ বাবদ অর্থের সুদ পরিশোধকল্পে অর্থ প্রদান করা নিবারণ করবেন)।

সেহেতু এক্ষণে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর ২৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে এবং উক্ত সংগঠনের সংঘস্মারকে বিধৃত বিধানাবলী বিবেচনায় ও শর্তাবলী সাপেক্ষে সরকার উক্ত সংগঠনকে এ লাইসেন্স নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করে নির্দেশ দান করছে যে, 'Bangladesh Institute of Arbitration' নামীয় সংগঠনটি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধক, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ, বাংলাদেশ এর দপ্তরে নিবন্ধিত হবে।

নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে এ লাইসেন্স ইস্যু করা হলো:

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অভিযোজিত আকারের কোম্পানি আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর বিধানাবলী/শর্ত পালনের ব্যাপারে উক্ত সংগঠন কর্তৃক অত্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং তৎসহ যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধনপূর্বক ০২ (দুই) কপি নিগমিতকরণের সনদ প্রেরণ করতে হবে;

(খ) এ সংগঠন ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন ও পরবর্তীতে এর আওতায় জারীকৃত আদেশ, বিধি-বিধানসমূহ (যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অভিযোজিত হয়েছে) পালন করবে;

(গ) সংঘস্মারক ও সংঘবিধির যেসব বিধি-বিধান উক্ত কোম্পানি আইনের সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সে সব বিধি-বিধান এ সংগঠন মেনে চলবে (অনুমোদিত খসড়া সংঘস্মারক ও সংঘবিধির একটি কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো) এবং

(ঘ) সংগঠনটিকে যে সকল শর্ত এবং বিধি-বিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সময় সময় উপযুক্ত মনে করে আরোপ করবেন বা নির্ধারণ করে দেবেন তা এ সংগঠনের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে। এ ব্যাপ্যারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কোন নির্দেশ প্রদান করলে এ সংগঠন কর্তৃক এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে অথবা এর যে কোন একটিতে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
অতিরিক্ত সচিব